তারিখ 2 4 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম
দৈনিক সংবাদ

এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গির ধারাক্রম

হায়াৎ মামুদ

গত একশ' বছরে বাঙালি জাতির বাইরের চেহারায় ও মনের গড়নে যে বিবর্তন ঘটেছে তা বিস্ময়কর। পরিবর্তনের মান ভালো-মন্দের নিরিখে যেমনই হোক না কেন, পরিবর্তন তো প্রত্যাশিত। একশ' বছর আমাদের মনে কেবলমাত্র সময়ের একটা সংখ্যা হিসেবে ধরা দেয়, স্পষ্ট কোনো ছবি তৈরি করে না। কিন্তু যদি ভাবি, শতবর্ষ

একটি বিষয়ে তর্ক বা সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, শিক্ষার Concept-এর মধ্যে 'মানুষ' তৈরি করার দূরপ্রসারী চূড়ান্ত লক্ষ্য সব সময়েই রয়ে গেছে। 'মানুষ হওয়া' বা 'মানুষ করা' বলতে যে সমাজ যেমনটি বুঝেছে সে সমাজ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষা'র ধারণা তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে দেশে-দেশে বা কালে-কালে কোনো বৈপরীত্য নেই। একেক দেশে তার শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষণীয় বিষয় নিজস্ব সমাজের চাহিদা অনুযায়ী একেকভাবে গড়ে উঠেছে।

পূর্বে- যে সালটি ছিল তা হল বাংলা ১৩০০ সাল এবং ইংরেজি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ, তাহলে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়. রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ, বঙ্কিম চন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মাত্র প্রয়াত হয়েছেন, আর আগের বছরে মারা গেছেন নওয়াব আবদুল লতিফ। এখন থেকে শতাব্দী কাল যে কত দূরের রাস্তা, তাকে কতখানি পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি- তার সমুদয় চেহারা তখন মনের আয়নায় ধরা পড়ে। সময়টুকু কম তো নয়। পরিবর্তন না হয়ে পারে? মানুষ পাল্টেছে, তার চিন্তায় কত ওলটপালট হয়েছে, সমাজ পাল্টেছে, এই চলিষ্ণুতার ভিতরে যেতে যেতে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে।

মানুষই সমাজকে পাল্টায়। আগে পাল্টায় সে নিজে, পড়ে তার নিজের পরিবর্তনের অভিঘাতে সমাজেরও আদল পাল্টাতে থাকে। এই পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নেয় শিক্ষা। শিক্ষাহীনতা বা সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা সবই মানুষকে পাল্টায়, হয় ভালোর দিকে নয়তো খারাপের দিকে। সে জন্য কোনো জাতির মনোবিকাশের কাঠামো বোঝার প্রয়োজন হলে তার সমাজে গৃহীত শিক্ষা ধারণা ও শিক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস ও চরিত্র লক্ষ্য করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। আমার অন্তত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের যে অধঃপতনের সূত্রপাত প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে, ১৯৪৭-এর ভারতভাগ ও বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে শুরু হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে শিক্ষার ক্রমাবনতি।

একটি বিষয়ে তর্ক বা সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, শিক্ষার Concept-এর মধ্যে 'মানুষ' তৈরি করার দূরপ্রসারী চূড়ান্ত লক্ষ্য সব সময়েই রয়ে গেছে। 'মানুষ হওয়া' বা 'মানুষ করা' বলতে যে সমাজ যেমনটি বুঝেছে সে সমাজ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষা'র ধারণা তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে দেশে-দেশে বা কালে-কালে কোনো বৈপরীত্য নেই। একেক দেশে তার শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষণীয় বিষয় নিজস্ব সমাজের চাহিদা অনুযায়ী একেকভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিকোণগত এক সাধারণত্ব বা সমতাবোধ ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠল যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা কারণে সম্পর্ক ও ভাবনার লেনদেন গড়ে উঠতে লাগল। গ্রহণ-বর্জনের সংশ্লেষণে ক্রমশ শিক্ষার কিছু সাধারণ সর্বজনীন লক্ষ্য মান্য হয়ে গেল। সেই সাধারণ সর্বজনীন লক্ষ্য দাঁড়াল : (১) শিক্ষার্থীর মনে নির্বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা; (২) হৃদবৃত্তি ও মেধা চর্চার সংমিশ্রণে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কল্যাণচিন্তাকে মনুষ্যত্ব সাধনা হিসেবে গণ্য করা; এবং (৩) জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার জন্য শিক্ষার্থীকে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিগত হাতিয়ার বা কৌশল যোগানো। মোটা দাগের এই সাধারণীকৃত (Generalised) এই তিন ধরনের লক্ষ্যাভিসারী কর্মো-দ্যোগকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললে যা দাঁড়াবে তা-ই প্রতিফলিত বর্তমান বিশ্বে অজস্রমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়।

ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশ প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রভূমি। জ্ঞান চর্চার ধারা-বাহিকতা তার ঐতিহ্যের অন্তর্গত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো একীভূত রূপ যেহেতু ছিল না, সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বা শিক্ষা বিষয়ক Concept-এ কোনো সর্বজনগৃহীত একক পন্থা উদ্ভূত হয়নি। বঙ্গদেশেও হয়নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ও সংস্কৃতির ছোট-বড়ো খণ্ড খণ্ড এলাকায় যে রাজ্য-কাঠামো ছড়িয়ে ছিল ইংরেজদের আগে প্রাচীন যুগে এক অশোক আর মধ্যযুগে মুঘল শাসন ছাড়া কোনো সময়েই সেগুলো এক-রাষ্ট্র কাঠামোয় সংযুক্ত হতে পারেনি। তদুপরি, কি প্রাচীনকালে বা কি মধ্যযুগে আধুনিক কালের রাষ্ট্রধারণা ছিল না। অশোক বা আকবর ঔরঙ্গজেব নিজের সাম্রাজ্য কাঠামোর ভিতরে যত দেশই নিয়ে আসুন না কেন, প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র ব্যতীত সব দেশেরই নিজস্ব সামাজিক সার্বভৌমত্ব বজায় ছিল। সেটি প্রথম নষ্ট হয় এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। এ ঘটনা বাংলার ব্যাপারে যেমন সত্য, বাংলার বাইরেও তেমনি সত্য।

২

বাংলাদেশে শতবর্ষের শিক্ষাধারা আলোচনায় যাত্রাবিন্দু স্বাভাবিকভাবেই হবে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা-ধারণায় ব্রিটিশরা তাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধাঁচ গ্রহণ করেছিল। করাও স্বাভাবিক, কারণ তারা সেই ধাঁচটির সঙ্গেই পরিচিত ছিল- যেহেতু তারা নিজেরাও তার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই ধাঁচও তো নিরঙ্কুশ ব্রিটিশ ছিল না, নিখিল য়োরোপীয় ধাঁচেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল তা। তবে, একথা ঠিক যে, তারা এদেশে প্রচলিত শিক্ষার ছকটিকে প্রথমে এলো-মেলো করতে চায়নি। ইংরেজরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। এদেশে চালু শিক্ষার ধরনটিকে তারা বোঝার চেষ্টা করেছে প্রথম দিকে, গুণাগুণ বিচার করেছে, কতটুকু তাদের স্বার্থের অনুকূল বা প্রতিকূল সেসব যাচাই করে তারা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে।

বাংলা ১৩০০ সাল বা ইংরেজি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ আমরা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কী দেখতে পাচ্ছি? ১৮৪৫ সালে পাদ্রি আলেকজান্ডার ডাফ্ বাংলাদেশে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা প্রচেষ্টা, দেশের পূর্বতন শিক্ষা-অবস্থা ও সরকারের কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে এক সুদীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভিতরে মোটামুটি শতকরা ৯৪½ জন আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ৯২⅛ জন 'Wholly destitute of all kinds and degrees of instruction whatsoever'। এই পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই এ দেশে ইংরেজদের শিক্ষা-উদ্যোগ নেয়ার পূর্বের ব্যাপার। কোম্পানি বাহাদুর ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছে, বাংলার বাইরে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ দিয়েছে ১৭৯১ সালে। এ দেশীয় ছেলেপিলেরাই পড়বে, মাদ্রাসায় মুসলমান আর অন্যটায় হিন্দু। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল কলকাতায়, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তার নয়, বিলেত থেকে আসা সাহেব সিভিলিয়ানদের এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, আইন, জনজীবন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলা। ১৮১৪ সালে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোম্পানি বিলেতে বোর্ড অব ডিরেক্টরসকে ডেসপ্যাচ পাঠাচ্ছেন এই মর্মে যে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আওতায় যেভাবে কলেজ চলছে ঠিক তেমন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি তারা বাংলাদেশে গড়ে তুলতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু পরের বছরই একটা ঘটনা ঘটল, তার কথা আলেকজান্ডার ডাফ্ জানিয়েছেন। কলকাতার 'advanced thinking members of the Hindu community' ছুটোছুটি করতে লাগলেন লেখাপড়া শেখানোর কিছু একটা করার জন্য। ডাফ্ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন : English education was in a manner forced upon the British Government; it did not itself spontaneously originate it. The system of English education commenced in the following very simple way in Bengal. There were two persons who had to do with it. The one was Mr. David Hare. The other was a native Ram Mohan Roy' হিন্দু কলেজ, পরে যার নাম প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়েছিল, তার গোড়াপত্তন এইভাবে। পাদ্রি ডাফ্ সাহেবের কথায়, 'it was the first English seminary in Bengal or even in India so far as I know.' কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের পিছনেও স্থানীয় মুসলমানদের উদ্যোগ ছিল, 'several Mohammedans of distinction' গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করে তাকে রাজি করান। অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চা তা সে সংস্কৃত বা আরবি-ফার্সি যে-ভাষার মাধ্যমেই হোক না কেন এবং ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা- কোনোটির ব্যাপারেই ইংরেজদের কোনো নি

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)